রাজনীতিবিদ প্রায় সবাই সবার আত্মীয়

লিখেছেন **কৈলাস সরকার**

রাজনৈতিক আদর্শের পতাকাবাহী সেসব মানুষের মধ্যে যারা আজ রাজনীতিবিদ, আমরা তাদের চিনি, জানি, দেখি। প্রতিদিন তাদের দেখা যায়, তাদের কথা শোনা যায়। তাদের কারো বাবা-মা, ছেলে-মেয়ে অথবা পরিবার এবং আত্মীয়স্বজন সম্পর্কেও রয়েছে অনেক কথাবার্তা, আলোচনা-সমালোচনা, অভিযোগ, অপবাদ। রাজনৈতিক কারণেই তাদের পরিবারের ওপর দিয়ে কখনো কখনো ঝড় বয়ে গেছে। কেউ বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজন হারিয়েছেন, আবার কেউ স্বামী-সন্তান হারিয়েছেন। উত্তরাধিকারী হিসেবে তারাই আমাদের রাজনীতির কেন্দ্রে। আবার তারাই অর্থ বিত্তে, ক্ষমতায়, সমাজের উঁচুতলায়। রাজনীতির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বা সংশ্লিষ্টতা বিচিত্র বৈশিষ্ট্য মিশ্রিত। কখনো পরিবার, কখনো আত্মীয়, কখনো ব্যবসা, কখনো ক্ষমতা, কখনো প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত, নিয়ন্ত্রিত অথবা পরিচালিত। তাদের পারস্পরিক সম্পর্কও কৌতূহলপূর্ণ। দেখা যায়, বিশেষ কোনো পরিবারের সদস্য বা আত্মীয় হওয়ার কারণে রাজনৈতিক দলে কেউ গুরুত্বপূর্ণ পদ

পাচ্ছেন, নির্বাচনে মনোনয়ন পাচ্ছেন, ব্যবসা-বাণিজ্যে দ্রুত উন্নতি করছেন। আবার তাদের সন্তান অথবা আত্মীয়স্বজন এলাকায় মস্তানি করতে পারছে নিশ্চিন্তে। আবার একই পরিবারের সদস্য অথবা আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে রাজনৈতিক ভিন্নমত রয়েছে। তারা ভিন্ন ভিন্ন দলে থেকে রাজনীতিতে এবং ক্ষমতায় অবস্থান করে নিয়েছেন। একই পরিবারের সদস্য কেউ সরকারি দলের নেতা, মন্ত্রী, এমপি আবার কেউ প্রতিপক্ষ দলের নেতা। তারা পরস্পর পরস্পরের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী। রাজনীতির মঞ্চে পরস্পরের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ, কটূক্তি, নিন্দা, শত্রুতা করছেন প্রকাশ্যে। তাদের মধ্যে চলছে ক্ষমতার লড়াই, নির্বাচনী লড়াই। এই অবস্থানে থেকেও তাদের মধ্যকার আত্মীয়তা, পারিবারিক সম্পর্ক চলে কোন প্রকৃতিতে? সেই কৌতূহল মনের মাঝে উঁকি মারা স্বাভাবিক। এই কৌতূহলের জবাব খুঁজতে গিয়ে কৌতূহল আরো বেড়ে গেছে। কারণ এইসব রাজনীতিবিদদের পারিবারিক সম্পর্ক ও তাদের আত্মীয়তায় রয়েছে নাটকীয়তা। রাজনীতির মঞ্চের এই তারকাদের ঘরের খবর, তাদের আত্মীয়দের খবর জানা যাবে গ্রিনরুমে গেলে।

আমরা গণতান্ত্রিক দেশের মানুষ। আমাদের দেশের মূল রাজনৈতিক ধারা এবং তার স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে উত্তরাধিকারের সূত্র ধরে। অনেকটা রাজতান্ত্রিক কায়দায়। রাজতান্ত্রিক ধারার এই প্রবাহ ক্রমশ পরিবার এবং আত্মীয়তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পরিবারতন্ত্র বা রাজনীতিতে আত্মীয়করণ দেখা যায় মোটা দাগে। যদিও গণতন্ত্র আর পরিবারতন্ত্র মোটেই সমান্তরালে চলতে পারে না বরং পরস্পরের বিপরীত মুখী। এই পরিবারতন্ত্র বা উত্তরাধিকারের রাজনীতির নতুন বৈশিষ্ট্য একই পরিবারের সদস্যদের রাজনৈতিক মতভিন্নতা। যদিও রাজনৈতিক মতভিন্নতা হচ্ছে গণতন্ত্রের ভিত্তি। ভিন্ন মত-দর্শন-আদর্শ-চেতনা আধুনিক সভ্যতা এবং গণতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইতিহাসবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এটাকে বলেন 'এলিট কনসেপ্ট'।

রাজনেতিক নেতা-নেত্রীদের মধ্যে রক্ত ও পারিবারিক সম্পর্কের কাহিনী নতুন নয়। উত্তরাধিকারের রাজনীতি শুধু যে আমাদের দেশেই তা নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও এই প্রথা চালু আছে। কোথাও কোথাও তা প্রথা, আবার কোথাও ঐতিহ্য। কিন্তু গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে পারিবারিক উত্তরাধিকার বা আত্মীয়তা কোনো মতেই সামঞ্জস্য নয়। যদিও আমাদের দেশের রাজনীতির মূল স্রোতই পরিবার কেন্দ্রিক। তার বাইরেও যে কিছু নেই তা অবশ্যই নয়। তবে সে দিকগুলোও ক্রমশ এই পরিবার কেন্দ্রিক অথবা পরিবার ভিত্তিক হয়ে উঠছে। দেখা যায়

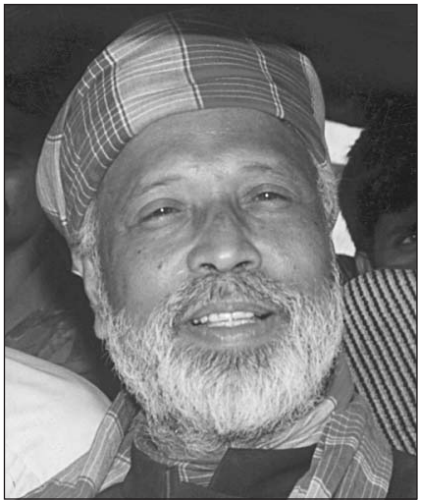

কাদের সিদ্দিকী

সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী

সমাজের বিত্তশালী, ক্ষমতাধর অথবা উঁচুতলার মানুষগুলো একে অপরের আত্মীয়। তারাই নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের সমাজ, রাজনীতি এবং অর্থনীতি। পারিবারিক সম্পর্কের জাল ধরে তাদের ক্ষমতার জালও বিস্তৃত হচ্ছে। শুধু জনগণ দেখছে তাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা। এই বাহ্যিক দেখা দেখেই তারা নেত্রা-নেত্রীদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক আঁচ করে নেয়। তারা জানে না, শেখ হাসিনা আর খালেদা জিয়ার পারিবারিক সম্পর্ক বা আত্মীয়তা। জনগণ জানে না, খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক উপদেষ্টা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী আর শেখ হাসিনার রাজনৈতিক সচিব সাবের হোসেন চৌধুরী আপন মামাতো-ফুফাতো ভাই। জানলে জনগণের কিছুই যায় আসে না। কারণ এটাই রাজনৈতিক বাস্তবতা। এই বাস্তবতা এমনই বাস্তব যে, আপন ভাইবোনের একেকজন একেক সরকারের মন্ত্রী, এমপি। বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ও বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেননের আপন দুলাভাই সাবেক রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস, আপন বড় বোন সেলিমা রহমান বর্তমান বিএনপি সরকারের সংস্কৃতিমন্ত্রী, অপর ভাই এজেডএম ওবায়দুল্লাহ ছিলেন এরশাদ সরকারের কৃষিমন্ত্রী, আরেক আপন ভাই এনায়েত উল্লাহ খান ছিলেন জিয়াউর রহমানের আমলে তথ্যমন্ত্রী। আবার রংপুরে রহিম উদ্দিন ভরসা এবং করিম উদ্দিন ভরসা, নারায়ণগঞ্জে শামীম ওসমান-নাসিম ওসমান, টাঙ্গাইলে কাদের সিদ্দিকীরা চার ভাই, ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা ও সালমান এফ রহমান চাচা-ভাতিজা। তারা ভিন্ন-ভিন্ন রাজনৈতিক দল করেন অথচ একই পরিবারের সদস্য বা পরস্পরের আত্মীয়। তাদের মধ্যকার এই আত্মীয়তার সূত্র ধরে ভেতরে ঢুকলে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে আসতে পারে। তাই বেশিদূর না এগিয়ে কেবল জাতীয় পর্যায়ে কয়েকজন নেতা-নেত্রীর পরিবার এবং তাদের আত্মীয়স্বজনের সম্পর্কে ছোট্ট একটি চিত্র তুলে ধরা হলো।

শেখ হাসিনার পরিবার

শেখ হাসিনার পরিবার ও আত্মীয়দের মধ্যে আওয়ামী লীগ থেকে শুরু করে বিএনপি, জাতীয় পার্টিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী, ক্ষমতাধর আলোচিত-সমালোচিত নেতা বা মন্ত্রী/এমপি রয়েছেন। গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনার পরিবার এবং তাদের আত্মীয়স্বজনই সবচেয়ে বেশি অংশগ্রহণ করেছেন। বর্তমানেও তাদের আত্মীয়স্বজনই জাতীয় সংসদ, সরকার এবং প্রশাসনে রয়েছে সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি। তবে তাদের সবাই যে একই রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রী তা নয়। কেউ নিজের দলের, কেউ অন্য দলের। শেখ হাসিনার নিজের দলে আত্মীয়দের মধ্যে রয়েছেন আপন চাচাতো ভাই শেখ হেলাল (বাগেরহাট), ফুফাতো ভাই শেখ সেলিম (গোপালগঞ্জ), আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহ (বরিশাল), ফুফাতো ভাইয়ের ছেলে নূরে আলম চৌধুরী ওরফে লিটন চৌধুরী (মাদারীপুর-শিবচর), ফুফা লে.জে মুস্তাফিজুর রহমান (রংপুর), বেয়াই খোন্দকার মোশাররফ হোসেন (ফরিদপুর-৩)।

ভিন্ন রাজনৈতিক দল করেন অথচ শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং তারা বিরুদ্ধ দলের প্রভাবশালী নেতা এমন নজিরও রয়েছে অসংখ্য। বিএনপি'র মহাসচিব এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী আব্দুল মান্নান ভুঁইয়া (নরসিংদী) শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তারা চাচা শেখ কবিরের আপন বেয়াই মান্নান ভুঁইয়া। মান্নান ভুঁইয়ার ছেলে বিয়ে করেছেন শেখ কবিরের মেয়েকে।

জাতীয় পার্টি (না-ফি) নাজিউর রহমান

মঞ্জুর শেখ হাসিনার ফুফাতো বোনের স্বামী। শেখ হাসিনার আপন ফুফাতো ভাই শেখ মনি এবং শেখ সেলিমের বোন রেবা রহমানকে বিয়ে করেন নাজিউর রহমান মঞ্জুর। আবার নাজিউর রহমানের ছেলে বিয়ে করেছেন শেখ হাসিনার অপর চাচাতো ভাই শেখ হেলালের মেয়েকে। এছাড়াও শেখ হাসিনার খালাতো ভাই শেখ শহীদুল ইসলাম বর্তমানে জাতীয় পার্টির (আনোয়ার হোসেন মঞ্জু) মহাসচিব। তিনি এরশাদের শাসনামলে শিক্ষামন্ত্রীসহ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ছিলেন।

কথিত আছে, এরশাদ রাষ্ট্রপতি থাকাকালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন নাজিউর রহমান মঞ্জুর এবং শহীদুল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে। তখন এরশাদ গর্ব করে বলেছিলেন, তার মন্ত্রিপরিষদে বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সদস্যরাও

নাজিউর রহমান মঞ্জু

মোহাম্মদ হানিফ

রয়েছে।

এছাড়া বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গেও শেখ হাসিনার পারিবারিক সম্পর্ক বা আত্মীয়তা রয়েছে। খালেদা জিয়ার ছেলে তারেক রহমানের শ্বশুর সাবেক নৌবাহিনী প্রধান প্রয়াত মাহবুব আলী খান এবং শেখ হাসিনার মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের শ্বশুর খন্দকার মোশাররফ পরস্পর আত্মীয়। এই আত্মীয়তার কারণে পুতুলের বিয়েতে বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক এবং তাদের আত্মীয়স্বজন উপস্থিত ছিলেন।

ফজলুর কাদের (ফকা) চৌধুরী

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ফজলুল কাদের চৌধুরীর উত্তরাধিকারদের অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দশের প্রধান তিনটি রাজনৈতিক দলেই এই পরিবারের আত্মীয়স্বজন রয়েছে। ফজলুল কাদেরের ৬ সন্তানের মধ্যে ৪ ছেলে ২ দুই মেয়ে। ছেলেদের মধ্যে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এবং গিয়াসউদ্দিন কাদের চৌধুরী একাধিকবার বিএনপি'র সাংসদ ছিলেন। বড় ছেলে সালাউদ্দিন কাদের (সা-কা) চৌধুরী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক উপদেষ্টা। সালাউদ্দিন কাদের বিয়ে করেন আলমগীর আদেলের মেয়েকে। তার নাম ফাহাদ কাদের চৌধুরী। আর আলমগীর মোহাম্মদ আদেলের আপন ভাই জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেল। জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেল এরশাদ সরকারের আমলে ঢাকার লালবাগ আসনের এমপি ছিলেন। কিছুদিন আগে নিজ বাসভবনে পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা উড়িয়ে বিতর্কের ঝড় তুলেছিলেন। বর্তমানে তিনি এরশাদের জাতীয় পার্টি করেন। জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আমলের গভর্নর মোনায়েম খানের মেয়ের জামাই।

সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও গিয়াসউদ্দিন কাদের চৌধুরীর ছোট বোন হাসিনার বিয়ে হয় মুন্সীগঞ্জের সিনহা পরিবারের ছেলে জবি রহমান সিনহার সঙ্গে। জবি রহমান সিনহার বড় ভাই মিজানুর রহমান সিনহা এবং চাচাতো ভাই আনিসুর রহমান সিনহা। ক্যাপ্টেন (অবঃ) আনিসুর রহমান সিনহা বিএনপি'র টিকিটে নির্বাচিত সংসদ সদস্য।

সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর চাচাতো ভাই ফজলুল করিম চৌধুরী এক সময় বিএনপি'র নেতা ছিলেন। তবে তিনি গত '৯৬ সালে আওয়ামী লীগের টিকিটে নির্বাচন করেছিলেন রাউজান আসনে। একই আসনে চাচাতো ভাই গিয়াসউদ্দিন কাদের চৌধুরী বিএনপি'র টিকিটে নির্বাচন করেন। এই নির্বাচনে গিয়াসউদ্দিন কাদের চৌধুরী হেরে যান ফজলুল করিম চৌধুরীর কাছে।

ফ-কা চৌধুরীর ভাগ্নে সাবের হোসেন চৌধুরী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক সচিব এবং সাবেক নৌ-পরিবহন উপমন্ত্রী (এমপি ঢাকা-৬)। চট্টগ্রামের মেয়র ও আওয়ামী লীগের নেতা এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এবং সাবের হোসেন চৌধুরী আপন মামাতো-ফুফাতো-খালাতো ভাই। অপরদিকে শ্রম ও জনকল্যাণমন্ত্রী আবদুল্লাহ-আল-নোমান হলেন মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরীর মামা। কথায় আছে, বন্দরনগরী চট্টগ্রাম চলে সা-কা চৌধুরী, মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী, আব্দুল্লাহ আল-নোমান আর ফজলুল করিম চৌধুরীদের ইশারায়। গত নির্বাচনের পর তাদের এই শক্তি এবং জোটটি আরো একটু শক্তিশালী হয় আব্দুল্লাহ আল-নোমান যুক্ত হওয়ায়। বিএনপি'র চট্টগ্রামের রাজনীতিতে মীর নাসিরের সঙ্গে দীর্ঘদিনের বিরোধ অপর দুই চৌধুরীর সঙ্গে তাকে জোট বাঁধার ক্ষেত্রে সহায়কের ভূমিকা পালন করে বলে কথিত আছে।

সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এবং শিল্পপতি সালমান এফ রহমান আপন খালাত ভাই। সালমান এফ রহমানের নানা সৈয়দ আতিকুল্লাহ এবং সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর নানা সৈয়দ আজিজুল্লাহ ছিলেন আপন ভাই। সালমান এফ রহমানের বাবা ফজলুর রহমান পাকিস্তান আমলে বাণিজ্য এবং শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। সালমান এফ রহমানের ভাই নূরুল হুদার ছেলে ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা। ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার স্ত্রী ব্যারিস্টার সিগমা হুদার বড় ভাই দারা কবির বিয়ে করেছেন প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের খালাত বোন আতিকা শিরিনকে।

সাবের হোসেন চৌধুরীর কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তিনি অন্য কোনো রাজনৈতিক দলে না গিয়ে কেন আওয়ামী লীগে যোগ দিলেন এবং একই পরিবারের সদস্য বা আত্মীয়-স্বজন কেন ভিন্ন রাজনৈতিক দল করেন। আরো জিজ্ঞেস করা হয় এটা কোনো রাজনৈতিক কৌশল কিনা। জবাবে সাবের হোসেন চৌধুরী রাজনীতিতে পরিবারের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে বলেন, 'আমি অস্বীকার করব না ফজলুল কাদের চৌধুরী আমার মামা ছিলেন। সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী ও গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী আমার আত্মীয় তাও অস্বীকার করি না। তারা ভিন্ন রাজনৈতিক দল করতেই পারেন। তবে রাজনৈতিক প্রভাবকে পারিবারিক সম্পর্কের সঙ্গে জড়ানো উচিত নয়। যারা এ পন্থা অবলম্বন করে আমি অবশ্যই তাদের সমর্থন করি না, করা উচিত নয়।

খালেদা জিয়া

বেগম খালেদা জিয়ার ঘনিষ্ঠজনদের মধ্যেও রাজনৈতিক প্রভাব ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। তবে তাদের পরিবার বা আত্মীয়স্বজনরা এখনও

মান্নান ভূঁইয়া

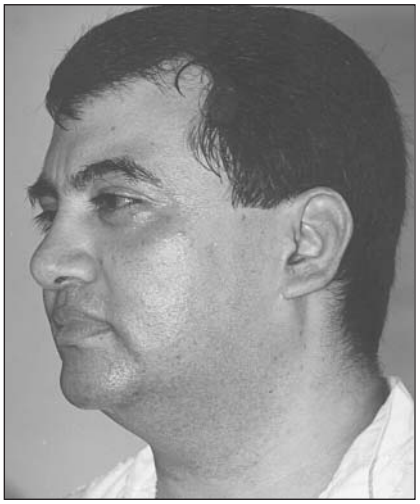

সাবের হোসেন চৌধুরী

ভিন্ন রাজনৈতিক দলের দিকে যায়নি। তারা একই দল থেকে নির্বাচন করছেন এবং একই রাজনৈতিক দল করছেন। বেগম খালেদা জিয়ার বড় বোন বেগম খুরশীদ জাহান হক চকলেট (দিনাজপুর-৩) বর্তমান সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী। ভাই ইস্কান্দার মীর্জা ফেনীর ছাগলনাইয়া থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য। বড় ছেলে তারেক রহমান বিএনপি'র এক নং যুগ্ম সম্পাদক। বড় বোনের ছেলে তুহীন দিনাজপুরের প্রভাবশালী নেতা।খালেদা জিয়ার বড় বোন খুরশিদ জাহান হকের মেয়ের জামাই যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী সালাউদ্দিন আহমেদ।

এইচএম এরশাদ

হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের পরিবারও ক্রমশ রাজনৈতিক হয়ে উঠছে। তবে তারা এখনও ভিন্ন রাজনৈতিক দলের দিকে এগোয়নি। এরশাদের প্রথম স্ত্রী সাবেক ফার্স্ট লেডি বেগম রওশন এরশাদ পরপর তিনবার নির্বাচিত এমপি (ময়মনসিংহ)। ছোট ভাই জিএম কাদের কুড়িগ্রাম থেকে নির্বাচিত এমপি। ছোট ভাই মোজাম্মেল হোসেন লালু, রওশন এরশাদের বড় বোন মেরীনা রহমান (রংপুর সদর) এবং মেরীনা রহমানের স্বামী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. আসাদুর রহমানও ক্রমশ রাজনৈতিক হয়ে উঠছেন। তারা ওইসব আসন থেকে গত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন।

তাজউদ্দিন আহমেদ এর পরিবার

বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের ছেলে তানজিম আহমেদ সোহেল এবার প্রথম এমপি নির্বাচিত হয়েছেন (গাজীপুর-৪) আসনে। গত '৯৬ সালের নির্বাচনে তাজউদ্দিনের স্ত্রী জোহরা তাজউদ্দিন ওই আসনে মনোনয়ন চেয়েছিলেন, কিন্তু তাকে মনোনয়ন না দিয়ে মনোনয়ন দেয়া হয় তাজউদ্দিনের ছোট ভাই আফসার উদ্দিনকে ,পরে তাকে গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী করা হয়।

দেবর-ভাবি

জাতীয় পার্টির প্রয়াত এমপি জুলফিকার আলী ভুট্টোর স্ত্রী ইলেন ভুট্টো ঝালকাঠি-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী ছিলেন। অপরদিকে তার দেবর মজিবর রহমান মোল্লা জাতীয় পার্টি (মি-ম) থেকে।

কাদের সিদ্দিকী

কাদের সিদ্দিকী আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে গিয়ে কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ গঠন করেছেন। তার চার ভাই-ই টাঙ্গাইলের রাজনীতিতে সরব। তারা ভাইয়ে-ভাইয়ে নির্বাচনী লড়াই করেন। বড় ভাই লতিফ সিদ্দিকী এমপি টাঙ্গাইল-৮ আসনে (বাসাইল-সখীপুর) নির্বাচন করেছেন আওয়ামী লীগ থেকে। ছোট ভাই শামীম আল মঞ্জুর আজাদ সিদ্দিকীও সেখানে নির্বাচন করেন কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের পক্ষে। অপর ভাই মুরাদ সিদ্দিকীও নির্বাচন করেন।

মোহাম্মদ হানিফ

ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি সাবেক মেয়র মোহাম্মদ হানিফের ছেলে সাঈদ খোকন ঢাকার কোতোয়ালি-সূত্রাপুর আসনে নির্বাচন করেন নানা এবং পিতার পরিচয়ে। ঢাকার তৎকালীন মেয়র মাজেদ সর্দারের তিন মেয়ের জামাইয়ের মধ্যে একজন মোহাম্মদ হানিফ, আরেকজন জাতীয় পার্টির আমলে ঢাকার মেয়র ব্যারিস্টার আবুল হাসনাত। তিনি '৯৬ সালে জাতীয় পার্টি থেকে এমপি প্রার্থী ছিলেন ঢাকা-৮ আসনে এবং অপরজন হচ্ছেন বিএনপির ভাইস প্রেসিডেন্ট কর্নেল মীর শওকত।

ডা. এইচবিএম ইকবাল

ডা. এইচবিএম ইকবাল ঢাকা-১০ আসনে পর পর দু'বার নির্বাচন করেছেন আওয়ামী লীগ থেকে। তার ভায়রা ভাই মোস্তফা কামাল (লোটাস কামাল) কুমিল্লা-৯ আসনে গত '৯৬ সালে এবং গত '০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিলেন। ডা. ইকবালের ভগ্নিপতি বিএইচ হারুন গত নির্বাচনে ঝালকাঠি-১ আসনে (রাজাপুর-কাঁঠালিয়া) আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিলেন, ডা. ইকবালের সঙ্গে এরো বেঙ্গলের পার্টনারও বটে। এছাড়া হাজি মকবুল হোসেনের (ঢাকা-মোহাম্মদপুর) ছেলে ডা. ইকবালের বোন জামাই।

তিন ভাই তিন দল

এ বি এম গোলাম মোস্তফা কুমিল্লা-৪ (দেবীদ্বার) থেকে জাতীয় পার্টির (এরশাদ) প্রার্থী ছিলেন। এরশাদের শাসনামলে তিনি খনিজ ও জ্বালানি বিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন। তার দুই খালাত ভাইয়ের মধ্যে মঞ্জুরুল হাসান মুন্সী আওয়ামী লীগের প্রার্থী (!) তারা তিন খালাত-ফুফাত ভাই একই আসন থেকে নির্বাচন করেন (!) গত '৯৬ সালের নির্বাচনেও তারা একই আসনে তিন দল থেকে নির্বাচন করেন। তখন বিজয়ী ছিলেন বিএনপির প্রার্থী মঞ্জুরুল হাসান মুন্সী।

ভাইয়ে-ভাইয়ে

চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ বিএনপির শাসনামলে (৯১-৯৬) স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন। বর্তমানেও তিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তার দ্বিতীয় মেয়ের বিয়ে হয়েছে আওয়ামী লীগ নেতা সাবেক অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের ছেলের সঙ্গে। সম্প্রতি তার আরেক মেয়ের বিয়ে হয়েছে সদ্য আওয়ামী লীগে যোগদানকারী নেতা সুবেদ আলী ভূঁইয়ার ছেলের সঙ্গে। জনাব ভূঁইয়া গত নির্বাচনে কুমিল্লার দাউদকান্দি আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র নির্বাচন করেন। আর চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ গত '৯১, '৯৬ এবং '০১ সালে ফরিদপুর সদর আসনে নির্বাচন করেন। তার আপন ভাই কামাল ইবনে ইউসুফ একই আসনে নির্বাচন করার জন্য গত নির্বাচনে বেশ তৎপরতা চালিয়েছিলেন। এ নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। তবে তারা দুজনই গত '৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী ছিলেন।

রহিম উদ্দিন ভরসা-করিম উদ্দিন ভরসা

রংপুর-৬ (পীরগাছা-হারাগাছ) আসনে রহিম উদ্দিন ভরসা ও করিম উদ্দিন ভরসা দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচন করছেন একই আসনে। তারা আপন দুই ভাই। বড় ভাই রহিম উদ্দিন ভরসা বিএনপি'র পক্ষে এবং করিম উদ্দিন ভরসা জাতীয় পার্টির পক্ষে নির্বাচন করেন। রাজনীতির মঞ্চে তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে কথা বলেন, এমনকি জাতীয় সংসদেও তার ব্যতিক্রম নেই। জাতীয় পার্টির (এরশাদ) এমপি করিম উদ্দিন ভরসা জাতীয় সংসদের অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছে অভিযোগ করেন তার আপন বড় ভাইয়ের বিরুদ্ধে। আর অভিযোগগুলো হচ্ছে সন্ত্রাসের। করিম উদ্দিন ভরসা পরপর দুইবার জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত এমপি। পরীগাছা-হারাগাছে রহিম-করিম ভরসাদের ভোটারের বড় অংশ হচ্ছে তাদের বিড়ি শ্রমিক। ওই শ্রমিকদের ভোট নির্ভর করে তাদের মায়ের কথার ওপর। নির্বাচনের শেষ সময়ে তাদের মা শ্রমিকদের সমাবেশে গিয়ে যে ছেলের পক্ষে কথা বলবেন শ্রমিকরা সাধারণত তাকেই ভোট দিয়ে থাকে। কথিত আছে যে, রহিম-করিম দুই ভাই-ই ব্যস্ত থাকেন তাদের মাকে নিজের পক্ষে রাখতে। এজন্য দুই ভাই তাদের মাকে টাকায় কিনে নেয়। দেখা গেছে তাদের মা বিভিন্ন সময় একেক জনের পক্ষ নেন। এবং যখন যে ছেলের পক্ষে থাকেন সাধারণত সেই ছেলেই নির্বাচনে বিজয়ী হয়। কক্সবাজার-৪ (উখিয়া-টেকনাফ) আসনে আপন দুই ভাই মুখোমুখি লড়াই করেছেন দুই রাজনৈতিক দল থেকে। বিএনপির হুইপ শাহজাহান চৌধুরী বিএনপি হতে এবং তার ভাই অ্যাডভোকেট শাহজালাল চৌধুরী জামায়াতে ইসলামের প্রার্থী ছিলেন। নির্বাচনী মনোনয়ন নিয়ে দুই ভাইয়ের মতপার্থক্য এলাকার নেতা-কর্মীদের মধ্যে দ্বিধার সৃষ্টি করেছিল।

শামীম ওসমান-নাসিম ওসমান

এই দুই সহোদ সালের নির্বাচনে এবং '০১ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচন করেন। বড় ভাই নাসিম ওসমান পার্শ্ববর্তী বন্দর আসন থেকে জাতীয় পার্টির প্রার্থী ছিলেন পরপর দুইবার। বিআরটিসির বর্তমান চেয়ারম্যান তৈমুর আলম খন্দকার নারায়ণগঞ্জ নগর বিএনপি'র সভাপতি এবং চারদলীয় ঐক্যজোটের নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি। তার আপন ভাই সাব্বির আলম খন্দকার নারায়ণগঞ্জ জেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি ছিলেন। তিনি সম্প্রতি সন্ত্রাসীর হাতে নিহত হয়েছেন।

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক

শেরে বাংলার বংশধরদের মধ্যে ছেলে এ কে এম ফয়েজুল হক আওয়ামী লীগ সরকারের

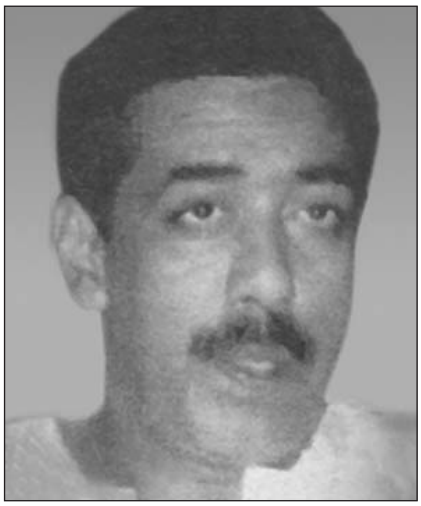

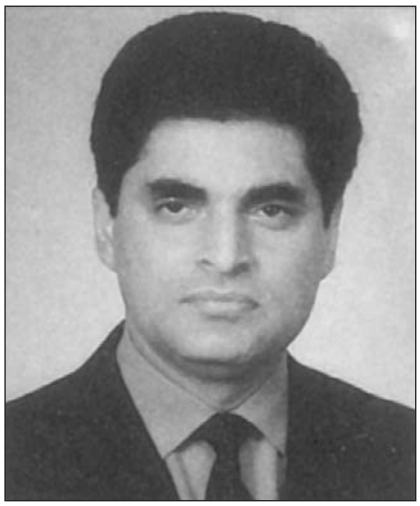

পাট ও বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। তিনি বিএনপি শাসনামলে প্রয়াত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের আমলেও প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। তিনি পিরোজপুর থেকে আওয়ামী লীগের নির্বাচন করেন। ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা রাশেদ খান মেননের সঙ্গে শেরে বাংলা পরিবারের আত্মীয়তা রয়েছে। রাশেদ খান মেননের নানী ছিলেন শেরে বাংলার আপন ফুফাত বোন। সেই সূত্রে শেরে বাংলার ছেলে এ কে এম ফায়জুল হক রাশেদ খান মেননের মামা।

আনোয়ার হোসেন মঞ্জু

জাতীয় পার্টির নেতা আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বরাবর নির্বাচন করেন একাধিক আসনে। তার স্ত্রী তাসমীমা হোসেন গত নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন। অপর দিকে আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর মামা অ্যাডভোকেট মাহবুব হোসেন খন্দকার চারদলীয় জোটের টিকিটে নির্বাচন করার চেষ্টা করেন, পরে অবশ্য জাতীয় পার্টির টিকিটে নির্বাচন করেন।

শ্যালক- দুলাভাই

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মঞ্জুরুল আহসান খান এবং সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদ ইসলাম সেলিম পরস্পর আপন শ্যালক-দুলাভাই। সভাপতি মঞ্জুরুল আহসান খানের আপন ছোট বোনকে বিয়ে করেছেন সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম।মঞ্জুরুল আহসানের অপর বোনের স্বামী বিএনপির দপ্তর সম্পাদক নজরুল ইসলাম খান। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি (ন্যাপ) অধ্যাপক মোজাফফর আহম্মেদের আপন শ্যালক বিএনপি নেতা ব্যারিষ্টার আব্দুস সাত্তার।

স্বামী-স্ত্রী

বিএনপি নেতা মোশাররফ হোসেন এবং তার সাবেক স্ত্রী জিনাত হোসেন দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতির আলোচিত ব্যক্তিত্ব। তারা দুজনে দুই দল করেন, নির্বাচনও করেন দুই রাজনৈতিক দল থেকে। মোশাররফ হোসেন ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা থেকে নির্বাচন করেন। জিনাত হোসেন মহিলা এমপি ছিলেন।

বিএনপি নেতা কর্নেল অলি আহমেদ চট্টগ্রামের সাতকানিয়া এবং তার স্ত্রী মমতাজ বেগম পার্শ্ববর্তী একটি আসন থেকে নির্বাচন করে ছিলেন। গত '৯৬ সালে কর্নেল অলি দুটি আসনে নির্বাচিত হলে স্ত্রী মমতাজ বেগম একটি আসনে উপনির্বাচন করেন এবং বিজয়ী হন।

ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আলী এবং তার স্ত্রী সাবেক মহিলা এমপি তহুরা আলী জামালপুর সদর থেকে একই আসনে প্রার্থী ছিলেন। গত '৯৬ সালের নির্বাচনে ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আলীকে প্রার্থী মনোনয়ন না দিয়ে তার স্ত্রী তহুরা আলীকে মহিলা এমপি করা হয়।

চাচা-ভাতিজা

ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা বর্তমান সরকারের অন্যতম নীতিনির্ধারক, সাবেক তথ্যমন্ত্রী, বর্তমানে যোগাযোগ মন্ত্রী। তার চাচা শিল্পপতি সালমান এফ রহমান এবং তিনি নির্বাচন করেছেন একই আসনে ঢাকার দোহার থেকে। সালমান এফ রহমান গত '৯৬ সালে তার নিজের দল থেকে নির্বাচন করে সুবিধা করতে না পেরে অবশেষে আওয়ামী লীগের টিকিটে নির্বাচন করেন।

সালমান এফ রহমান এবং ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা আপন চাচা-ভাতিজা। কিন্তু তারা যখন পরস্পরের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী এবং নির্বাচনের প্রতিপক্ষ, তখন কেউ কাউকে ছাড় দেননি। বরং একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস, কালো টাকা, ঋণ খেলাপিসহ যাবতীয় অভিযোগ করেছেন।